আনন্দময়ী

রজনীকান্ত সেন

প্রণীত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসে

মুদ্রিত

১৩৩৫

মূল্য ১৲

উৎসর্গ

সাহিত্যানুরাগিণী, 'বৈভ্রাজিকা'-রচয়িত্রী,

বিদুষী শ্রীমতী ইন্দুপ্রভা চৌধুরাণী মহোদয়া,

বিপন্নোদ্ধরণব্রতাসু—

দূর হ'তে, স্নেহময়ী ভগিনীর মত,
কেঁদেছিল করুণায় ও-কোমল প্রাণ,
তাই বুঝি সাধিবারে দুঃস্থহিত-ব্রত,
পাঠাইয়াছিলে, দেবি, করুণার দান।

মৃত্যুর কবল হ'তে নিয়েছিলে কাড়ি',
অযাচিত সহায়তা করিয়া প্রেরণ;
নতুবা যাইতে হ'ত, ধরাধাম ছাড়ি',
একাকী, অজানা দেশে আঁধার, ভীষণ!

ধন্য তুমি, ধন্য ভ্রাতা শরৎ-কুমার!
যাঁদের কৃপায় বেঁচে আছি এত দিন;
ভুলিব না এ জীবনে করুণা তোমার,
নিঃস্বার্থ, নীরব দান,—ঘোষণা-বিহীন!

বিশীর্ণ, দুর্ব্বল হস্তে, কম্পিত অক্ষরে
রচেছি "আনন্দময়ী,"—শুধু মার নাম;
যে করে ক'রেছ দান, ধর সেই করে,
ধন্য হই, সিদ্ধ হোক্ দীন-মনস্কাম।

মেডিকাল কলেজ হাঁসপাতাল,
কটেজ ওয়ার্ড, কলিকাতা।
আষাঢ়, ১৩১৭ সাল।

কৃতজ্ঞ গ্রন্থকার

ভূমিকা

"আনন্দময়ী" গ্রন্থে পাঠ করিয়াছি ; ইহার সম্বন্ধে দুই-চারিটি কথা না বলিয়া থাকিতে পারি না। উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিলে হৃদয়ের উত্তাল তরঙ্গ কতকটা প্রশমিত হয় ; আনন্দে হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইলে বাক্য বা হাস্য-দ্বারা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিতে পারিলে আনন্দ পরিবর্দ্ধিত হয়। আনন্দময়ী বঙ্গে আনন্দের উৎস ; রজনীকান্তের "আনন্দময়ী" সেই আনন্দ শত গুণে পরিবর্দ্ধিত করিবে। নবরাত্রি অর্থাৎ আশ্বিন শুক্ল প্রতিপদ হইতে নবমী পর্য্যন্ত নয় দিন সমস্ত আর্য্য-ভারতে আদ্যাশক্তির উদ্‌বোধন ও আরাধনা হইয়া থাকে ; এমন কি নানকপন্থীদিগের মধ্যেও অখণ্ড দেবী-মাহাত্ম্য পাঠ হয়। মহাশক্তির উদ্‌বোধনে বঙ্গবাসীর সুষুপ্তপ্রায় কোমল হৃদয়ও শক্তিমান্ হইয়া উঠে। আমাদের দেশে অনেক দেব-দেবীরই পূজা হইয়া থাকে, আমাদের "বার মাসে তের পার্ব্বণ," কিন্তু দুর্গোৎসবই আমাদের "পূজা"—শারদীয় দশভূজার পূজায়ই আমরা বিশিষ্টরূপে আনন্দে উৎফুল্ল হই।

দেবীর—গিরিরাজকন্যার—পিতৃগৃহে পুত্রগণের সহিত আগমন, জননী মেনকারাণীর পাড়াপড়সী-সমূহের সহিত

আনন্দ, কন্যার পিতৃগৃহে তিন দিন সদানন্দ, তাহার পর শ্বশুর-বাড়ীতে বিমর্ষ মনে প্রত্যাগমন,—এ সকল কবির কল্পনা হইতে পারে। কিন্তু মানব-হৃদয়ে সহজে অমানুষী ভাবের আবির্ভাব হয় না; কখনও অমানুষী ভাবের উদয় হয় কি না সন্দেহ। দেবতাকেও সময়ে সময়ে মানুষী ভাবে আদর-অভ্যর্থনা করিয়া, পূজা করিয়া আমরা অপরিসীম আনন্দ অনুভব করি। যে কবি সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মভূতা মহাশক্তি আনন্দময়ীর মানুষী ভাবে বাপের বাড়ীতে আসিবার ও শ্বশুর-বাড়ীতে যাওয়ার উপাখ্যান রচনা করিয়াছিলেন, তিনি মানব-হৃদয় ও মানব-সমাজ সূক্ষ্ম ভাবে দেখিয়াছিলেন। তিনি নিশ্চয়ই কবিকুলের অগ্রণী ছিলেন। রজনীকান্তের "আনন্দময়ী" সেই সুন্দর মনোহর উপাখ্যানের ভিত্তিতে বিরচিত। শ্রীমদ্‌ভাগবতের দশমস্কন্ধের কিয়দংশের ভিত্তি-মূলে জয়দেব সরস্বতী, অজয় নদীর স্রোতঃপার্শ্বে গীত হইয়া আসমুদ্র আর্য্যভূমিকে প্রতিধ্বনিত করিয়াছিল! "আনন্দময়ী"ও সেইরূপ বঙ্গদেশের এক সীমা হইতে অপর সীমা পর্য্যন্ত মানবগণকে আনন্দে আপ্লুত করিবে, সন্দেহ নাই। "মা বা কে, মেয়ে বা কে"—মধুকানের সুরে আমাদিগকে আত্ম-বিস্মৃত করিবে। অনেকেই "আনন্দময়ী" শ্রবণে "অনন্ত আনন্দ পাবে করতলে।"

হাস্য ও শোক উভয়ই রসের উদ্রেক করিয়া থাকে; সেই জন্য আলঙ্কারিকেরা হাস্য ও করুণ উভয়কেই রস

বলিয়াছেন। সেই করুণ রসের সঙ্গে সঙ্গে কালচক্রের তত্ত্বকথা, পুরুষপ্রকৃতির পরস্পরের সাপেক্ষতার ব্যাখ্যা থাকিলে জ্ঞান ও করুণা উভয়েরই উদ্রেক হয়। প্রথমে আগমনীর আনন্দ, শেষে বিয়োগ এবং তৎপরে পুরুষ-প্রকৃতির মিলন; "আনন্দময়ী"র কবিতাকলাপ সকল প্রধান রসেরই আধার।

আধুনিক কবিতায় আমি প্রায়ই কবিত্ব দেখিতে পাই না; অনেক সময়েই কেবল বাক্যের সমষ্টি দেখিতে পাই। "আনন্দময়ী" বাক্যের সমষ্টি নহে। প্রত্যেক পদেই চিন্তার বিষয় আছে; প্রত্যেক পদেই হৃদয়বিকাশের উপযোগী ভাব আছে।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, রজনীকান্ত মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়াও হৃদয়াকাশে অনন্তবিশ্বের প্রতিমা গড়িয়া কবিতা লিখিতে সমর্থ হইয়াছেন। রোগের যাতনা, অর্থাভাবের ক্লেশ, পুত্রকলত্রকে নিরাশ্রয়ে ফেলিয়া ইহসংসার ত্যাগের চিন্তা—কিছুতেই তাঁহার কোমল হৃদয়কে ক্লিষ্ট করিতে পারে নাই। তাঁহার হৃদয় পাষাণময় নহে, কিন্তু কাব্য-রসে এরূপ নিমজ্জিত যে, চতুর্দ্দিকে সেই রস ভিন্ন আর কিছুই নাই। রামপ্রসাদ ভাবুক ছিলেন; স্বাভাবিক কবি ছিলেন। মহাশক্তি তাঁহাকে শক্তিমান্ করিয়াছিলেন। বাগ্‌দেবীও সঙ্গে সঙ্গে মহাশক্তির পার্শ্বে ছিলেন। "আনন্দময়ী" পাঠ করিতে করিতে রামপ্রসাদকে মনে পড়ে।

তবে সেকালের ভাষায় ও একালের ভাষায় পার্থক্য আছে ; কিন্তু দার্শনিক ভাবের পার্থক্য নাই , করুণ রসের পার্থক্য নাই। "আনন্দময়ী" একালের লোকের সম্পূর্ণরূপে উপযোগী ।

কলিকাতা,
১২ই শ্রাবণ, ১৩১৭। } শ্রীসারদাচরণ মিত্র

গ্রন্থকারের নিবেদন

বিশাল হিমালয়পর্ব্বতের কোনও অধীশ্বর কোনও কালে বর্ত্তমান ছিলেন কিনা, এবং তাঁহার গৃহে শক্তিরূপা ভগবতী স্বয়ং অবতীর্ণা হইয়া লীলা করিয়াছেন কি না, এ সকল কূট প্রশ্নের মীমাংসা না করিয়াও এ কথা নির্ব্বিরোধে ও অসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে, ভারতবর্ষের ন্যায় কল্পনা-কুশল প্রদেশ পৃথিবীতে আর নাই। এমন সুবিস্তীর্ণ উর্ব্বর কল্পনাক্ষেত্র অন্যত্র কুত্রাপি নয়নগোচর হয় না। সমাজ-নীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, সর্ব্ব বিষয়ে ভারতীয়েরা উজ্জ্বল আদর্শ কল্পনার সৃষ্টি করিয়া লোকশিক্ষা দিয়াছেন। পুরাণোক্ত আখ্যায়িকাবলীর প্রতিপাদ্য বস্তুতে বিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত সম্প্রদায় আস্থা-স্থাপন করিতে না পারিলেও, এ কথা তাঁহারা অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, ধর্ম্মরাজ্যে ঐ সকল কল্পনার প্রয়োজন ছিল এবং ঐ সকল কল্পনার দ্বারা মানব-সমাজের বহুবিধ মঙ্গল সংসাধিত হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-রূপে গোপবংশে আবির্ভূত

হইয়া বৃন্দাবনে যথাবর্ণিত মধুর লীলা করিয়াছিলেন কি না, এ বিষয়ে নব্য যুবক সন্দিহান; কিন্তু কৃষ্ণলীলার কীর্ত্তন-শ্রবণে এ পর্য্যন্ত কত পাষাণচিত্ত দ্রব হইয়া ভগবদুন্মুখ হইয়াছে, কত দুষ্কৃতের সৎপথে গতি হইয়াছে, কত অপ্রেমিক প্রেমের বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে, তাহার সংখ্যা কে করিবে? তাই বলিতেছিলাম, কল্পনানিপুণ ভারতবর্ষে পৌরাণিক আখ্যায়িকা-বিশেষকে কল্পনা বলিয়া স্বীকার করিলেও, জনসমাজে তাহার মহোপকারিতা অস্বীকার করা যায় না। কৈলাস হইতে জগজ্জননীর হিমালয়ে আগমন, দিন-ত্রয় পিতৃগৃহে অবস্থান এবং বিজয়ার দিবস সমস্ত হিমালয়-বাসীকে শোকসাগরে নিমগ্ন করিয়া কৈলাসে প্রত্যাবর্ত্তন, এই আখ্যায়িকা কল্পনা হইলেও মহাকবিগণের সুনিপুণ তুলিকা-রঞ্জিত হইয়া, এমন উজ্জ্বল চিত্তোন্মাদক কাব্য-সৌন্দর্য্য বিকাশ করিয়াছে যে, তাহা ভারত ব্যতীত অন্যত্র সম্ভব হয় কি না, সন্দেহ।

ভগবান্‌কে সন্তানরূপে পাইবার আকাঙ্ক্ষা ও তাঁহাকে সন্তানজ্ঞানে তাঁহার সহিত তথাবদ্ব্যবহার, ভারতবাসী ব্যতীত অন্য জাতি কল্পনাচ্ছলেও নিজ মস্তিষ্কে কোনও কালে স্থান দিয়াছে কিনা, বলিতে পারি না। তবে ইহা দৃঢ়তার সহিত বলা যায় যে, মানসিক সমস্ত বৃত্তির পূর্ণ বিকাশ ও চরিতার্থতা ভগবানেই সম্ভব; কারণ তিনি সর্ব্ব বিষয়ে পূর্ণ ও নির্দ্দোষ আদর্শ। যশোদার গোপাল প্রভাস-

যজ্ঞে পিতামাতার নয়নে যে গলদশ্রুধারা প্রবাহিত করিয়াছিলেন, মেনকার উমা প্রতিবর্ষে শারদীয়া শুক্লা দশমীর প্রভাতে মাতৃনয়নে সেই উষ্ণ প্রস্রবণেরই সৃষ্টি করিয়া কৈলাসে গমন করেন। উভয় দৃশ্যই মাতৃহৃদয়ের কোমল বাৎসল্যে ও অক্ষুণ্ণ স্নেহ-প্রবণতায় এমন করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী হইয়া উঠিয়াছে যে, 'প্রভাস' ও 'বিজয়া'র অসম্পূর্ণ, সদোষ, পার্থিব অভিনয় দর্শন করিয়া অবিশ্বাসী পাষাণ-হৃদয় ও অশ্রুসংবরণ করিতে সমর্থ হয় না।

জগজ্জননীর পিতৃগৃহে আবির্ভাব 'আগমনী,' এবং কৈলাসাভিমুখে তিরোধান, 'বিজয়া' নামে অভিহিত। এই ক্ষুদ্র সঙ্গীত-পুস্তকের আদ্যাংশ 'আগমনী' ও শেষাংশ 'বিজয়া'। পাঠকগণ পুনঃ পুনঃ শুনিয়াছেন,—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্", "যাহারা যে ভাবে আমার শরণাপন্ন হয়, আমি সেই ভাবেই তাহাদিগকে অনুগ্রহ করি।" সুতরাং সম্যক্ ও যথাবিধি একাগ্র-সাধনায় যে ভগবান্‌কে সন্তানরূপে পাওয়া যায় না, তাই বা কেমন করিয়া বলি? তিনি তো ভক্তের ঠাকুর, যে তাঁহাকে যে ভাবে পাইয়া তুষ্ট হয়, তিনি সেই ভাবেই তাহাকে দর্শন দেন; এ কথা সত্য না হইলে যে তাঁহার করুণাময়ত্বে, তাঁহার ভক্তবৎসলতায় কলঙ্ক হয়। ধর্ম্মজীবন ভারতবর্ষ চিরদিন এই ধারণায় কর্ম্মক্ষেত্রে অনুপ্রাণিত ও অকুতোভয়।

উৎকট-রোগ-শয্যায়, দুর্ব্বল হস্তে এই সঙ্গীতগুলি

লিখিয়াছি। আর কোনও আকর্ষণ না থাকিলেও, ইহাতে জগদম্বার নাম আছে মনে করিয়া, পাঠক অনাদর করিবেন না, ইহাই বিনীত প্রার্থনা।

মেডিকাল কলেজ হাঁসপাতাল,
কলিকাতা।
আষাঢ়, ১৩১৭ সাল।

শ্রীরজনীকান্ত সেন

মাতৃ-স্তোত্র

জয় বিশ্ব-ধারিকে ! তাপ-বারিকে !
মোহ-হারিকে ! লোক-তারিকে !
গতি-বিধায়িকে ! হে হর-নায়িকে !
অভয়-দায়িকে মা !

ত্বং হি তারিণী, অচল-বালিকে !
নরক-বারিণী, অখিল-পালিকে !
ত্বং হি গৌরী, চণ্ডি ! কালিকে !
ঐন্দ্রজালিকে মা !

ত্বং হি শক্তি, অসুর-নাশিকে !
ত্বং হি ভীমা, পাপ-শাসিকে !
ঘোর-নাদিনী, অট্ট-হাসিকে !
রণবিলাসিকে মা !

সর্ব্ব-মূরতি, সর্ব্ব-ব্যাপিকে !
চণ্ড ভৈরবী, ভূত-ভাবিকে !
ভক্ত-আশ্রয়, পাপ-তাপিকে !
মুক্তিপ্রাপিকে মা !

রাগিণী রাজবিজয়—তেওরা

আগমনী

আনন্দময়ী

গিরি-মহিষী মেনকা

ধন্য মানি মেনকাকে ;
ত্রিজগজ্জননী যারে
মা জেনে, মা ব'লে ডাকে।

ত্রিভুবন যার কোলে দোলে,
রাণী তারে করে কোলে,
চরাচর যার চরণ চুমে,
(রাণী) তার শিরে চুম্বে সোহাগে।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর যার
চরণ-ধূলো চায় ;
(রাণী) মেয়ে ব'লে আশিষ-ছলে
দেয় চরণ তার মাথায়।

আনন্দময়ী

সুধাতুল্য প্রসাদ যাহার,
সুখে জগৎ করে আহার,
রাণী আহার যোগায় তাহার,
নিজ উচ্ছিষ্ট খাওয়ায় তাকে।

যার চরণে প্রণাম ক'রে
সিদ্ধ সর্ব্ব কাম;
(সেই) নিখিলের নমস্যা করেন
রাণীরে প্রণাম।

স্থাবর, জঙ্গম যার অধীনে,
রাণী দেয় তায় পুতুল কিনে;
স্নেহাত্মিকা ভক্তি বিনে,
এমন ক'রে কে পায় মাকে?

যারে ছেড়ে তিলার্দ্ধ, না
বাঁচে জীব-কুল;
মা ছেড়ে সে যাবে ব'লে,
কাঁদিয়া আকুল।

যার নামে ভবের মায়া কাটে,
সে বিকিয়ে গেল মায়ার হাটে,—
ভেবে দেখ্‌লে আজব বটে,
মা বা কে, মেয়ে বা কে।

যার চরণে জ্ঞানের রাণী
বাণী লন দীক্ষা,
মেনকা সন্তান-জ্ঞানে,
তারে দেয় শিক্ষা।

যে মা ত্রিভুবনের ভূষণ,
রাণী তারে দেয় আভরণ,
কান্ত কয়, যার যেমন সাধন,
তার তেম্‌নি সিদ্ধি মিলে থাকে।

মধুকানের সুর—ঠেস্ কাওয়ালী

গৌরীর আগমন-সংবাদ

(প্রতিবাসিনীর উক্তি)

গা তোল, গা তোল, গিরিরাণি !
এনেছি, মা, শুভবাণী,
দেখে এলাম পথে তোর ঈশানী।

রূপে কানন আলো ক'রে,
ছেলে দু'টি কোলে ধ'রে,
কিশোরী কেশরি-পরে,
কোটি চন্দ্র নিন্দি পা দু'খানি।

শঙ্খ-সিন্দূরে শুধু শোভে শ্রীঅঙ্গ,
অলঙ্কারে কাজ কি,—সে যে আলোক-তরঙ্গ !

রোদে কষ্ট হবে ব'লে,
মাথার উপর জলদ চলে,
শাখীরা সব শির দোলায়ে,
ক'চ্ছে বাতাস, পল্লব কাছে আনি'।

পথের পাশে থরে থরে উঠ্‌ছে ফুটে ফুল,
(মায়ের) আগমনী-মঙ্গল-গানে,
আকুল কোকিল-কুল।

যত সুমিষ্ট ফল ছিল গাছে,
পড়্‌ছে এসে পায়ের কাছে :
"মা, মা," ব'লে চরণতলে,
লুটছে যত মুনি, ঋষি, জ্ঞানী।

ছুটে এলাম, রাণী মা গো, সুসংবাদ দিতে,
মুছ নয়ন ধারা, ধৈরয ধর, মা, চিতে।

কান্ত বলে, সুসংবাদে
বিবশা মেনকা কাঁদে ;
আনন্দের সেই পূত নীরে
ধুয়ে যায় গো প্রাণের যত গ্লানি।

মধুকানের সুর—ঠেস্ কাওয়ালী

নগর-সজ্জা

(হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণ-ভেদে পাঠ্য ও গেয়)

কনকোজ্জ্বল-জলদ-চুম্বি-
মণি-মন্দির মাঝেরে,
বীণ-মুরজে, পর-মঙ্গল
মধুর বাদ্য বাজেরে।

পেলব নব পল্লব-দলে,
পূর্ণ কুম্ভ পাবন জলে,
কদলীতরু-তোরণতলে
কুসুম-মাল্য সাজেরে।

গ্রথিত লক্ষ কুশল-কেতু,
গঠিত ইন্দ্রচাপ-সেতু ;
লজ্জিত শশী, লক্ষ দীপ
সজ্জিত প্রতি সাঁঝেরে।

মাতৃ-দরশ-হরষ-গান,
আকুল শত সরস প্রাণ,
"মঙ্গলময়ি! জগৎ-জননি!
আয় মা!" বলি' নাচেরে।

কহিছে কান্ত মধুপিয়াসী,
সার্থক গিরিনগর-বাসী;
জয়, জয়, গিরি-মহিষী জয়!
জয়, জয়, গিরিরাজেরে!

কীর্ত্তন ভাঙ্গা সুর—জলদ একতালা

নগর-বর্ণন

(হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণ-ভেদে পাঠ্য ও গেয়)

প্লাবিত গিরিরাজ-নগর,
কি পুলক-মকরন্দে ;
জলদ টুটিল, জলজ ফুটিল,
ভ্রমর ছুটিল গন্ধে।

ঝর ঝর ঝরে শত নির্ঝর
শীতল-জল-বাহী ;
পরভৃত-কুল আকুল, সুখে
জননী-গুণ গাহি'।

বহিল স্নিগ্ধ মলয় মন্দ,
সিঞ্চি' অমৃত দেহে ;
বিগত সকল রোগ, শোক,
হরষিত প্রতি গেহে।

দীন-ভবন, তূর্ণ হইল
পূর্ণ, রজত-হেমে ;
দ্বেষ-রহিত চিত্ত হইল
পূর্ণ, জগৎ-প্রেমে।

ভোজন, কত পান, দান,
গীত, বাদ্য, নৃত্য ;
মুখরিত অবিরাম নগর,—
উৎসব নব, নিত্য।

বঞ্চিত সুখে, কান্ত অধম,
প্রান্তর-তল-বাসী ;
(কবে) সিদ্ধি-শরৎ উদিবে, মিলিবে
চরণ, কলুষ-নাশী।

কীর্ত্তন ভাঙ্গা সুর—জলদ একতালা।

গৌরীর নগর-প্রবেশ

কে দেখ্‌বি ছু'ট আয়,
আজ, গিরি-ভবন আনন্দের তরঙ্গে ভেসে যায়।

ঐ "মা এল, মা এল," ব'লে,
কেমন ব্যগ্র কোলাহলে,
উঠি-পড়ি ক'রে সবাই আগে দেখ্‌তে চায়।

নিষ্কলঙ্ক চাঁদের মেলা
শ্রীপদনখে ক'চ্ছে খেলা,
(একবার) ঐ চরণে নয়ন দিয়ে সাধ্য কার ফিরায়?

কি উন্মুক্ত শোভার সদন,
ফুল্ল অমল কমল বদন,
সিদ্ধি, শৌর্য্য, সোণার ছেলে অভয় কোলে ভায়।

কান্ত কয়, ভাই নগরবাসি!
তোদের সপ্তমীতে পৌর্ণমাসী,
দশমীতে অমাবস্যা, তোদের পঞ্জিকায়।

বসন্ত—জলদ একতালা

উমাকর্ত্তৃক রাণীর পদ-বন্দন

(রাণীর উক্তি)

আয়, মা, কোলে আয়,
অঞ্চলের নিধি, আয় ;
সারা বরষ পরে, মনে
প'ড়েছে কি দুখিনী মায় ?

যে দিন থেকে হই, মা, আমি উমাহীন,
(আমি) জাগরণে যাপি নিশ', কাঁদিয়া কাটাই দিন,
অনশনে জীবন্মৃত তনুক্ষীণ,
(শুধু) আরো একবার দেখে মরি,
(আমার) প্রাণ থাকে, মা, সেই আশায়।

মা ব'লে ডাকিতে আর, মা, আছে কে ?
(আর) তোমার মতন মেয়ে ছেড়ে,
আমার মতন বাঁচে কে ?

কোন্ বিধি এ নিঠুর বিধান ক'রেছে ?
আমার সম্বৎসরের পোষা আশা
তিন দিনে ফুরায়ে যায়।

আমি একাদশী হ'তে দিন গণি গো,
আমায় অন্ধ ক'রে যাও, মা, আমার
দু'নয়নের মণি গো ;
তুমি তিন দিনের তড়িৎ, ত্রিনয়নি গো !
কান্ত বলে, চতুর্থীতে
ঈশানী অশনি-প্রায় !

মিশ্র বিভাস—কাওয়ালী

রাণীর খেদ

সবই যায় তোর সাথে ধুয়ে-মুছে,
শুধু স্মৃতিটুকু রহে, মা ;
আগে ভাবিতাম সহিবে না, হায়,
মার প্রাণে এত সহে, মা !

লোকে কি বলিবে পাগল ভিন্ন ?
আমি খুঁজি তোর চরণ-চিহ্ন।
ধন্য এ আঙ্গিনা, বুকে ক'রে, ওই
রাঙ্গা-পদ-ধূলি বহে, মা।

তিন নয়নের হরিদ্রা-কাজল
মুছে, তুলে রাখি দুকূল-অঞ্চল,
দিনান্তে নির্জ্জনে দেখি, আর কাঁদি,
তারা কত কথা কহে, মা।

আনন্দময়ী

সারাটি বরষ হইয়া বিকল
এক হাতে মুছি নয়নের জল,
অন্য হাতে করি সংসারের কাজ,
তোর স্মৃতি কেন দহে, মা ?

বল্ মা কল্যাণি ! ও আনন্দময়ি !
(আমি) তোরে পেয়ে কেন নিরানন্দে রই ?
কান্ত বলে, রাণি, আনন্দের দিনে,
আঁখিজল ভাল নহে, মা।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—একতালা

কার্ত্তিক ও গণেশের আদর

(রাণীর উক্তি)

আয় গুহ, গণপতি, কোলে আয় !
দুই কোলে যে দু'ভাই নিব,
সে বল কি আর আছে গায় ?

দূরের পথে আস্‌তে বদন শুকিয়েছে ;
(যেন) দু'টি রাকাফুল্লশশী
মেঘের পাশে লুকিয়েছে ;
তাতে পাহাড়ে পথ, সিঁহে আসা,
এ কষ্ট কি দেখা যায় ?

আমি তো, মা, বছর বছর রথ পাঠাই ;
কি ভেবে যে জামাই ভোলা
ফিরিয়ে দেয়, মা, ভাবি তাই ;
আহা, এমন মেয়ে, এমন ছেলে,
এম্‌নি ক'রে কেউ পাঠায় ?

ঐ ননীর গালে দু'টি চুমো খেতে দাও ;
এখন মায়ের সাথে, আমার হাতে
পেট ভ'রে ক্ষীর-ননী খাও ;
ওরে কৈলাসে যে খাবার কষ্ট,
তাই ভেবে মোর কান্না পায়।

গণেশ রে, তোর সরস্বতী কণ্ঠে থাক্,
কুমার রে, তোর বাহুর বলে
অসুর-শত্রু শঙ্কা পাক্ ;
কান্ত বলে, চিরজীবী
শিব হবে, মা, তোর কথায়।

কীর্ত্তন ভাঙ্গা সুর

(বাণীর উক্তি)

ঐ, উমা, তোর পোষা শুক তোরে
"মা, মা," ব'লে ডাকে ;
মূক হ'য়ে ছিল, নিজ হাতে কিছু
খেতে দে, মা, পাখীটাকে।

ঐ যে, মা, তোর পোষা শিখীগুলি
নাচিছে হরষে পেখম্‌টি তুলি' !
তুই চ'লে গেলে, খোলে না কলাপ,
নাচিয়া দেখাবে কাকে ?

ঐ, উমা, তোর হরিণ, হংস
নিয়েছিল মোর দুখের অংশ,
(আজ) চরণের পাশে, ঘুরে ঘুরে আসে,
(তোর) মুখ-পানে চেয়ে থাকে।

আনন্দময়ী

নব পল্লবে সাজে তরু-লতা,
কোথায় পেয়েছে এত সজীবতা ?
থরে থরে ফুল, থোকা থোকা ফল,
অবনত প্রতি শাখে ।

পশু, পাখী, তরু আনন্দে মেতেছে,
নূতন করিয়া সংসার পেতেছে,
জ্ঞান নাই, তবু তোর কথা ওরা
কি করিয়া মনে রাখে ?

এ কাঙ্গাল কান্ত বলে, গিরিরাণি !
যে দেখেছে মাব চরণ দু'খানি,
বিকায়েছে পায়, ভুলিবে কি তায় ?
আর ভোলা যায় মাকে ?

বেহাগ—একতালা

(রাণীর উক্তি)

সেই তমালের ডালে, মাধবী লতারে
গেছিলি, মা, তুলে দিয়ে ;
সেই সুলগনে, যেন দু'জনার
হ'য়েছিল, উমা, বিয়ে।

ঐ সে মাধবী, ঐ সে তমাল,
জড়ায়ে, ঘুমায়ে ছিল এত কাল,
প্রতিপদ হ'তে পল্লবে, ফুলে,
কে রেখেছে সাজাইয়ে।

তোর নিজহাতে রোয়া চামেলী, বকুল,
এত ছোট, তবু দিতেছে, মা, ফুল ;
ঐ তোর চাঁপা, ঐ সে যূথিকা
ফুল-ডালি মাথে নিয়ে।

ফল, ফুল, কিছু ছিল না উদ্যানে,
মনে হ'ত যেন মগ্ন তোর ধ্যানে ,—
তোর আগমনে, নব জাগরণে
দিয়েছে, মা, জাগাইয়ে ।

কান্ত বলে, রাণি, জেনে রাখ খাঁটি,—
বিশ্বের জীবন-মরণের কাঠি
ওবি হাতে থাকে,—কভু মেরে রাখে,
কভু তোলে বাঁচাইয়ে ।

পিলু—একতালা

রাণীর স্বপ্ন-কথা

স্বপ্নে পেতাম দেখা, হা কপালের লেখা !
এ মূরতি, গৌরি, সে মূরতি নয় ;
এ যে, কি শান্ত, সুন্দর বিশ্ব-মনোহর,
এ রূপে, সে রূপে, তুলনা কি হয় ?

আকারে, আচারে, সব রকমে তুই,
(শুধু) বদন দেখে বুঝ্‌তাম, আমার উমা তুই ;—
এ রূপ দেখে জগৎ দাঁড়ায় মুগ্ধ হ'য়ে,
সে রূপ দেখে পায়, মা, নিদারুণ ভয় !

কভু দেখি, মা, তোর ঘোর রণবেশ,
দেহ কৃষ্ণবর্ণ, আলুথালু কেশ,
প্রলয়াগ্নি নাচে, ত্রিনয়ন-মাঝে,
বিধ্বস্ত মহেশ পদতলে রয়।

কভু দেখি, মা, তুই কেশরি-উপরে,
দশ হাতে অস্ত্র, দৈত্য পদে প'ড়ে ;
রাঙ্গা পায়ে জবা, কি কব সে শোভা !
শূন্যে দেবগণ বলে, "জয় জয় !"

কান্ত বলে, রাণি, সর্ব্বরূপা তারা,
কন্যাস্নেহে তুমি তত্ত্বজ্ঞান-হারা ;
মেলি' জ্ঞান-আঁখি, ঠিক দেখ দেখি
অনন্ত রূপিণীর রূপ বিশ্বময় !

মিশ্র বিভাস—একতালা

নগর-সংবাদ

১

(রাণীর উক্তি

শরদাগমনে নগরবাসিজনে
প্রতিদিন এসে বসে দলে দলে ;
নাই অন্য বারতা, শুধু, মা, তোর কথা,
পূর্ণ গিরি-ভবন, হর্ষ-কোলাহলে ।

কেউ বা বলে, "আমার চিররুগ্ন ছেলে
মা আস্‌ছেন সংবাদে নূতন জীবন পেলে ;
দিব্য কান্তি তার, কি দয়া উমার !
ব্যাধিমুক্ত হ'ল মায়ের নামের বলে ।"

কেউ বলে, "ভাই, আমার সারা বরষ-ভ'রে
বাগানের গাছগুলি গিয়েছিল ম'রে ;
মায়ের আস্‌বার কথা বোঝে কেমন ক'রে
(তারা) সজীব হ'য়ে সাজ্‌ল পল্লবে,
ফুলে, ফলে !"

কেউ বলে, "মা এলে প'ড়্‌ব শ্রীচরণে,
ব'ল্‌ব যেতে হবে এ দীনের ভবনে ;
নিয়ে গিয়ে মায়, জবা দিব পায়,
দেখ্‌ব মায়ের চিত্ত গলে কি না গলে !"

কুম্ভকারের দণ্ড, ছুতোরের বাটাল,
তন্তুবায়ের মাকু, চাষীর লাঙ্গল-হাল
ছোঁয়াবে চরণে, পদরজের গুণে
ব্যবসায়ে নাকি কেবল সোণা ফলে।

কান্ত বলে, সুধার চির-প্রস্রবণ
চরণের গুণ কররে শ্রবণ ;
কররে মনন, কররে কীর্ত্তন,
অনন্ত আনন্দ পাবে করতলে।

মিশ্র বিভাস—একতালা

নগর-সংবাদ

২

(রাণীর উক্তি)

সব রোগী উঠেছে, সব ব্যাধি টুটেছে,
এ গিরি-নগরে রোগদুঃখ নাই ;
মা, তুই আস্‌বি শুনে, তোর মহিমার গুণে,
দূর হ'য়ে গেছে সমস্ত বালাই।

ঘরে ঘরে শুধু আনন্দ-উৎসব,
সাম-গান আর চণ্ডী-পাঠের রব,
হোম, যজ্ঞ, তপ, পূজা, স্তব, জপ,
শুধু হর্ষ যেথা যাই !

যত মতভেদ ভুলি' পুরজন
প্রেমে কোল দিয়ে আনন্দে মগন ;
ঘুচেছে বিষাদ, বিদ্বেষ-বিবাদ,
বিশ্ব-প্রেমে যেন সবে 'ভাই, ভাই'।

পথে পথে দধি-দুধের পসরা,
মৃগনাভি গুলে পথে দেয়, মা, ছড়া ;
যত ধনবান্ করিতেছে দান—
মণি, মুক্তা, যত চাই।

আমার মেয়ে তুমি, ওদের কে হও, তারা ?
ওরা কেন তোমার নামে আত্মহারা ?
কান্ত বলে, গৌরী ত্রিজগজ্জননী,
তোমারই কেনা মা, মনে ভাব তাই ?

সুরট মল্লার—একতালা

মহাষ্টমীর ঊষা

(রাণীর উক্তি)

এক দিন বুঝি গেল, মা গৌরি,
মনে হ'তে প্রাণ কাঁপে ;
গণা দিন যায় ফুরাইয়ে, হায় !
কোন্ বিধাতার শাপে !

বছরের কথা, তিন দিনে তোরে
এক মুখে, উমা, বলিব কি ক'রে ?
সব কথা মোর থাকে বুকভ'রে,
(তুই) গেলে মরি পরিতাপে।

কত কব, কত খাওয়াব-পরাব,
স্নেহ দিয়ে তোরে কঠিন জড়াব ;
দেখিতে দেখিতে নবমীর রাতি
মোর বুকে এসে চাপে।

কবে কোথা সুখী তনয়ার মাতা ?
তার সুখ শুধু দুখ দিয়ে গাঁথা ;
আমারি বিশেষ,—তিন দিনে শেষ,
কিবা নিদারুণ পাপে !

কান্ত বলে, যার চরণ-স্মরণে
সিদ্ধি করতলে, কৈবল্য চরণে,
তিন দিন সেই বাঁধা থাকে, তবু
বৃথা রাণী কাঁদে, ভাবে।

———

ঝিঁঝিট—একতালা

কৈলাসের দুঃখ-বর্ণন

(রাণীর উক্তি)

শুন্‌তে পাই, মা, হরের ঘরে
অন্ন নাই, সে ভিক্ষা করে,
সারা রাত শ্মশানে থাকে,
ভস্ম মাখে, অজিন পরে।

যোগ করে, আর চাহে সিদ্ধি,
চায় না অন্য সুখ-সমৃদ্ধি,
হাড়ের মালা কণ্ঠে দোলায়,
সাপ রাখে, মা, জটা ভ'রে।

ওমা, উমা, তোর কি সাজা !
শিব নাকি সব ভূতের রাজা ?
নিত্য নাকি যোগ শিখায়, মা
যোগিনী সাজায়ে তোরে?

অশন-শূন্য শিবের গেহ,
ভূষণ-শূন্য সোণার দেহ,
(তাতে) সতীনের ঘর, কথা শুনে
সারা বরষ অশ্রু ঝরে।

কান্ত কয়, গিরি-মহিষি !
হর-গৌরী মেশামিশি,
ওরা যে পুরুষ-প্রকৃতি,—
কন্যা দিলে যোগ্য বরে।

সাহানা—ঝাঁপতাল

রাণীর অনুশোচনা

তখন ব্যাখ্যা ক'র্‌লে নারদ কত ;
স্তোকবাক্যে লোভ বাড়িয়ে দিয়ে, ব'ল্লে,
"জামাই হবে মনের মত !"

নারদ ব'ল্লে, "মহেশ রূপে, গুণে অতুল,
কোনও অভাব নাই, সংসারে সব প্রতুল।"
তখন যদি ব'ল্‌ত, নাই তার জাতি-কুল,—
গিরির পায়ে ধ'রে করিতাম বিরত।

নারদ ব'ল্লে, "রাণি, সিদ্ধি তার জীবন,
অরুণাগ্নি-শশী শিবের ত্রিনয়ন ;
তত্ত্বকথায় হর সদা পঞ্চানন,
বিশ্বহিত-চিন্তা করেন নিয়ত।"

কত বিনয় ক'রে দেখ্‌তে চাইলাম কোষ্ঠী,
নারদ হেসে ব'ল্লে, "বর দিয়েছেন ষষ্ঠী,—
চিরজীবী হর,—অক্ষয়, অমর ;
মেয়ের শঙ্খ-সিঁদূর চির-অনাহত !"

ভাল বরে দিতে মিল্‌ল এসে কাল,
নারদ ঘটক হ'য়েই ঘটালে জঞ্জাল ;
আবার ভেবে দেখি আমারি কপাল,
(নইলে) আমি কেন তখন হ'লাম,
মা, সম্মত !

কান্ত বলে, নারদ মিথ্যা ত বলেনি,
যত ব'লে গেছে, কোন্ কথা ফলেনি ?
তোমার বুঝ্‌তে ভুল, পাওনি কথার মূল,
বুঝ্‌তে পাল্লে, মা, তোর কি আনন্দ হ'ত !

মিশ্র বিভাস—একতালা
'গিরি, গৌরী আমার এসেছিল'—সুর

গৌরীর প্রত্যুত্তর

১

কার কাছে শুনেছ, মা গো,
কৈলাসের দুখের কাহিনী ?
সব দেবতার মাথার মুকুট,
ও মা, তোমার জামাই যিনি।

সে যে উচ্চ হ'তে উচ্চ,
ভৌতিক সম্পদ্ করি' তুচ্ছ,
ব্রহ্মানন্দ-রস-পানে
বিভোর দিন-যামিনী।

যোগ না জেনে জীবরা ভোগে,
স্থির আনন্দ আছে যোগে,
তাই মহাযোগী সেজে নিজে,
আমারে সাজান যোগিনী।

নেত্রানলে ভস্ম কাম ;
বামদেব বিত্তে বাম,
(তাই) ভৌতিক ভূষা দেন না মোরে,
নিজে অজিন পরেন তিনি ।

ত্রিজগৎ পবিত্র করে,
এমনি সতিন ঘরে,
জটার মাঝে রাখেন ভোলা,
পুণ্য-তোয়া মন্দাকিনী ।

খাবার কষ্ট কে ব'লেছে ?
কোথায় অমন ফল ফ'লেছে ?
কান্ত বলে, কৈলাসের বেল
দেখিস্ খেয়ে, মিষ্টি—চিনি ।

বেহাগ—আড়াঠেকা

২

এই বিশ্বের ঈশ্বর যিনি, ভিক্ষা করেন তিনি,
চিন্তা ক'রে কিছু বোঝ, মা, এর ভাব ?
যাঁর ইচ্ছায় সৃষ্টি হয়, কটাক্ষে প্রলয়,
তিনি ভিক্ষা করেন, এতই তাঁর অভাব ?

বিশ্ব-অধীশ্বরের ভিক্ষা করা মিছে,
লোক-শিক্ষা-হেতু ভিক্ষা করেন নিজে,
নরের অহঙ্কার চূর্ণ করিবার
এই ত' সহজ পন্থা, জীবের পরম লাভ।

তোর জামাই যান ভিক্ষায়, যে যেথা যা পায়,
মাথায় ক'রে এনে পায়ে দিয়ে যায় ;
এই ত' তাদের সব, পূজা, জপ, তপ ;
কত তুষ্ট ভোলা এমনি তাঁর স্বভাব।

একমুঠো চাল দিয়ে, কৈলাসবাসি-জনে,
তোর জামাইয়ের বরে, পূর্ণ ধান্যে-ধনে,
আম দিয়ে পায় মণি, বেলে হীরার খনি,
বিল্ব-পত্র দিয়ে পায়, মা, সোনার চাপ।

সময় বুঝিয়া জিজ্ঞাসিলে, ভোলা
বলেন, "জ্ঞানীর পক্ষে যোগের পন্থা খোলা ;
মুষ্টি-ভিক্ষাদান সাধারণ বিধান।"
কান্ত বলে, দেখ্, মা, দানের কি প্রভাব !

সুরট মল্লার—একতালা

৩

সেথা সর্ব্বসত্ত্বা বিদ্যমান ;
অভাব কেমন ক'রে থাক্‌বে, মা, তার ঘরে ?
ভাবের রাজ্যে ভাবের আদান, আর প্রদান ।

যার বিভূতির কণা পেয়ে এ সংসার
এত সুন্দর ব'লে করে অহঙ্কার,
বিশ্বের নয়নমণি, সকল শোভার খনি,
(সে যে) জ্যোতির্ম্ময়, নিখিল-সৌন্দর্য্যের নিধান ।

তার কেমনে, মা গো, থাকে জাতিকুল,
অজনক, অনাদি, অনন্ত, অমূল,
যার আদেশে গ্রহ চলে অহরহঃ,
তার জন্ম-কোষ্ঠী কে করে নির্ম্মাণ ?

ব্রহ্মা-নারদাদি সদা যুক্ত করে,
(মা তোর) ভিক্ষুক জামাতার কৃপাভিক্ষা করে,
এমন জামাই ভবে, কার মিলেছে কবে ?
সর্ব্বলোকে যার সর্ব্বোচ্চ সম্মান।

কান্ত বলে, তারা, রাণী আত্মহারা,
তোমায় পেয়ে কন্যাজ্ঞানে মাতোয়ারা ;
সেবে কন্যাবোধে, ওর মুক্তি কে রোধে ?
(এই) অধমটাকে পায়ে দিবি কিনা স্থান ?

মিশ্র বিভাস—একতালা

'গিরি, গৌরী আমার এসেছিল'—সুর

নাগরিকগণের মহাষ্টমীপূজার উদ্যোগ

(রাণীর উক্তি)

থাকিতে, মা, মহাষ্টমী, শ্রীচরণ পূজিবারে,
দলে দলে পুরবাসী দাঁড়ায়েছে সিংহদ্বারে।

যাহার যেমন শক্তি,—
দীনের সম্বল ভক্তি,
ধনীরা পূজিবে, মা গো, বহুমূল্য উপচারে।

ক'চ্ছে সবে তাড়াতাড়ি,
নিয়ে যাবে বাড়ী বাড়ী,
গেলে, মা, অষ্টমী ছাড়ি', দুখ পাবে তোর ব্যবহারে।

কিন্তু একটা কথা ভাবি,
সব বাড়ী কি ক'রে যাবি ?
অত সময় কোথায় পাবি ? অষ্টমী ত' ছাড়ে ছাড়ে।

আনন্দময়ী

যা হয়, উমা, কর্ গো ত্বরা,
সবাইকে চাই তুষ্ট করা,
যার বাড়ী না যাবি, গৌরি! সেই দোষী ক'রবে আমারে।

আর দু'দিনও নাই, মা, আমার,
সেই নবমী এল আবার,
আঁখির আড়াল ক'ত্তে নারি, মায়ের মন কি বুঝিস্ নারে?

এম্‌নি ত' তোর স্বভাব, তারা!
'মা' ব'ল্লে হ'স্ আত্মহারা,
একটা জবা পায়ে দিলে, কোলে তুলে নিস্, মা, তারে!

হোক্ না কামার, কুমোর, তাঁতি,
আর কোনও অস্পৃশ্য জাতি,—
কান্ত বলে, 'মা' ডাক শুনে, চুপ, ক'রে মা রইতে নারে।

ভৈরবী—ঝাঁপতাল

নাগরিকগণের মহাষ্টমীপূজা

লক্ষ রূপে লক্ষ পূজা
          গ্রহণ করি' ঘরে ঘরে,
লক্ষ বাঞ্ছা পূর্ণ করেন
          তারিণী. অমোঘ বরে।

যিনি কাল-সীমন্তিনী,
আজ্ঞা না করিলে তিনি,
সাধ্য কি অষ্টমী তিথি
          এক অণুপল নড়ে

ন্ধ্যার সন্তান হবে,
বোবা ছেলে কথা কবে,
রোগশোক নাহি রবে
          নবাগত সম্বৎসরে।

অন্ধ-নেত্র স্পর্শে মাতা
খুলে দেন তার আঁখির পাতা,
শ্রবণ-শক্তি পেল বধির
রজঃ দিয়ে শ্রবণ-বিবরে।

কল্পলতা হ'লেন এসে
ছোট-বড়-নির্ব্বিশেষে,
তাই তারে দেন মুক্ত করে,
যে যা চেয়ে পায়ে ধরে।

চতুর্দ্দিকে বাজে ঢাক,
কত কাঁসর, ঘণ্টা, শাঁখ,
"জয় শারদে, ব্রহ্মময়ি!"
কি উৎসব গিরি-নগরে!

কত পায়স, পুলি, পিঠে,
কত মণ্ডা, মেঠাই মিঠে,
দধি, দুধ, মাখন, নবনী,
ভোগ দিয়েছে ক্ষিরে, সরে।

মায়ের শুধু কৃপা-দৃষ্টি,
ভক্তদলে মণ্ডাবৃষ্টি,
প্রসাদ পাচ্ছে কি আনন্দে,
যার যত উদরে ধরে।

ফেরে না প্রসাদ না পেয়ে,
তৃপ্ত হয় না প্রসাদ খেয়ে,
খেয়ে বলে, "আরো খাবো,"
খেয়ে কারো পেট না ভরে।

কি আনন্দ, কি উল্লাসে,
মায়ের ভক্ত নাচে, হাসে ;
বলে, "এবার বাবা এলে,
রাখ্‌ব তোরে জোর-জবরে।"

কান্ত কয়, আনন্দময়ি
আমি কি তোর ছেলে নই ?
(বড়) দুঃখে আছি, ঐ আনন্দের
এক কণিকা দে, মা, মোরে।

ভৈরবী—কাওয়ালী

রাণীর আনন্দ

ও মা উমা, এ আনন্দ কোথা রাখি বল।
নগরে উঠেছে কি আনন্দ কোলাহল।

সবাই বলে "ও রাণীমা! নাইক উমার গুণের সীমা,
(ও যে) পায়ের ধূলো দিয়ে, হেসে, নাশে অমঙ্গল।

ও নয়, মা, সামান্য মেয়ে, (তুই) ধন্য হ'লি ওরে পেয়ে,
(ও) যে-ঘরে যায়, ধনে-জনে সেই ঘরই উজ্জ্বল!

লক্ষ লক্ষ মূর্ত্তি ধ'রে আবির্ভূ'তা লক্ষ ঘরে,
(ও যে) 'শক্তিরূপা ব্রহ্মময়ী', ব'ল্‌ছে ভক্তদল!

জন্ম-অন্ধ ছিল ক'জন, 'মা, মা', ব'লে ক'র্লে ভজন,
উমা হাত বুলিয়ে নয়ন দিল;—দেখ্‌বি যদি চল্।"

ও মা গৌরি! এ কি কাণ্ড, পাগল কল্লি এ ব্রহ্মাণ্ড,
আমার শুধু চক্ষে ঠুলি, এমনি কর্ম্ম-ফল!

না, না, উমা, দিস্‌নে নয়ন, ভাঙ্গিস্‌নে, মা, সুখের স্বপন,
তুই আদ্যাশক্তি, ভাব্‌তে আমার চক্ষে আসে জল।

স্বপ্ন যদি হয়, মা, তারা, করিস্‌নে, মা, স্বপ্ন-হারা,
আমি কন্যাহারা হ'তে নারি, (আমার) এক মেয়ে সম্বল।

কান্ত কয়, ঐ সোনার স্বপন পেলে, কে আর
চায় জাগরণ;
যদি নয়ন মুদে পাই, মা, তোরে, তাকিয়ে কিবা ফল?

ভৈরবী—ঝাঁপতাল

বিজয়া

নবমীর সন্ধ্যা

১

তুমি মোর কামনা, তুমি আরাধনা,
অন্য বাঞ্ছা নাহি করি, মা।
তুমি পূজা-ধ্যান, তুমি চিন্তা-জ্ঞান,
তুমি প্রাণের অধীশ্বরী, মা।

মীনের জীবন যেমন সুগভীর জলে,
বায়ুজীবীর জীবন সমীর-মণ্ডলে,
তেমনি তোমার মাঝে, জীবন ডূবে আছে,
তোমাতেই বাঁচি, মরি, মা।

ফল-শূন্য তরু যেমন শোভাহীন,
পুষ্পহীন উদ্যান যেমন বিমলিন,
তেমনি তোমা বিনা, রাজরাণী দীনা,
(শুধু) আসার আশে প্রাণ ধরি, মা।

বুক ফেটে যাবে, উমা, যখন যাবি,
আর তোরে আন্‌ব না, কভু মনে ভাবি,
তোরে হ'য়ে হারা, এতই কষ্ট, তারা,
তবু ঐ মায়ায় পড়ি, মা।

না মিটিল ক্ষুধা, না মিটিল তৃষা,
ঘনাইল কাল নবমীর নিশা,
এই দুখ-পারাবার, কিসে হব পার ?
চাহে কান্ত, পদতরী, মা।

ঝিঁঝিট—একতালা

২

দেখিয়া পিয়াস না মিটিতে, উমা,
বছরের মতন হও অদর্শন ;
'মা' ডাক শুনিয়া, না জুড়াতে হিয়া,
নিস্তব্ধ হয়, মা, অভাগীর ভবন ।

কোলে নিয়ে আমার না জুড়াতে বুক,
কেড়ে নিয়ে যায়, মা, বিধাতা বিমুখ,
(আমার) বছরের আগুনে ঘৃতাহুতি দিয়ে,
পাষাণ হ'য়ে, কর কৈলাসে গমন ।•

তোমার আগমনে চাঁদ হাতে পাই,
সুখের সাথে শঙ্কা, কখন্ বা হারাই !
(এই) আকাশ হ'তে খসি', কখন্ কৈলাস-শশী
কৈলাসের আকাশে সমুদিত হন'

কোন্‌বার এসে আমায় কর্‌বি শঙ্কাশূন্য ?
এত ভাগ্য কোথায় ? কি ক'রেছি পুণ্য ?
তোর আগমনানন্দে বিরহের আতঙ্ক
জড়িয়ে থাকে, তাইতে পাইনে আস্বাদন।

কত কি খাওয়াব, সব ভুলে যাই,
বড় ব্যাকুল হিয়া, স্মৃতি ভাল নাই,
গৌরি! তোমায় পূজে প্রফুল্ল সবাই,
আমার পক্ষে বিধান অশ্রু-বরিষণ।

ঐ অস্ত গেল অকরুণ রবি,
নবমীর শশী, পাষাণের ছবি
ঐ দেখা যায়,—আয় কোলে আয়;
কান্ত বলে, মা, আর করিস্‌নে রোদন।

বেহাগ—একতালা

নবমী-নিশীথ

১

নবমী-নিশায় নগর নীরব,
আনন্দ-সঙ্গীত থেমে গেছে সব,
একটী পতাকা উড়ে না আকাশে,
বাজে না মঙ্গল-শঙ্খ।

কঠোর-কর্ত্তব্য-পালন-নিরত
নবমী-শশীর কি বিষাদ-ব্রত!
ক্লিষ্ট, মলিন, অবসন্ন কত!
সুগভীর কি কলঙ্ক!

বিষাদ-তিমির মাথায় করিয়া,
মৌনী তরুগণ আছে দাঁড়াইয়া,
নাচে না ময়ূরী, মূক শ্যামা, শুক,
নিশাকাশে উড়ে কঙ্ক।

আনন্দময়ী

স্তব্ধ বিহগ গিয়েছে কুলায়,
শুষ্ক কুসুম লুঠিছে ধূলায়,
ঊষা-পরকাশে মা যাবে কৈলাসে,
প্রাণে প্রাণে কি আতঙ্ক !

আনন্দময়ী মা নিরানন্দ ক'রে,
যাবেন ভাবিতে গলিতাশ্রু ঝরে,
কান্ত বলে, জাগে মায়ের প্রসঙ্গে,
নগরবাসী—অসংখ্য ।

খাম্বাজ—একতালা

২

তুই তো মা আমারি মেয়ে,
জন্ম নিলি এই জঠরে,
(তবু) মনে হয়, কেউ ন্যাসের মত
রেখেছে তিন দিনের তরে।

সে তিনটী দিন যেই ফুরাবে,
যার জিনিষ সে নিয়ে যাবে,
(আমি) কাকের মত, কোকিল-শিশু
পালন করি নিজের ঘরে।

তুই ছাড়া নাই উপলক্ষ,
(আর) কিছু নাই জুড়াতে বক্ষ,
তুই এসে ডাক্‌বি 'মা' ব'লে,
এই আশে, মা, যাই না ম'রে।

আনন্দময়ী

চির দিনের নিয়ম আছে,
মেয়ে যায়, মা, স্বামীর কাছে,
কোন্ মা মেয়ে বেঁধে রাখে ?
স্বামীর ঘর তো সবাই করে।

(কিন্তু) মা পাবে তিনটে দিন্ খালি,
এইটে তুই নূতন দেখালি ;
(ও মা) এমন অটল, নিঠুর বিধান
নাইক কোথাও চরাচরে।

আমার মনের দুঃখে আসে কথা,
পাস্‌নে, উমা, প্রাণে ব্যথা ;
কান্ত বলে, রাণীর খেদে
জগন্মাতার অশ্রু ঝরে।

পিলু—যৎ

৩

আজি নিশা অবসানে, উমা মোর কৈলাসে যাবে ;
নবনারী, পশুপাখী, তরুলতা মা হারাবে।

কে খণ্ডায়ে বিধির বিধি,
কাল রাখিবে উমা-নিধি ?
কাল প্রাতঃকালে, কালের মত,
মহাকাল এসে দাঁড়াবে !

সে, সকল কথা শুন্‌তে পাবে,
উমায় রাখা শুন্‌বে না রে,
পাষাণ গলে, শিব টলে না—
এমনি কঠিন প্রাণ।

'আশুতোষ' নাম কে রেখেছে ?
এমন নিঠুর কে দেখেছে ?
শুন্‌তে পাই, সে সংহার-কর্ত্তা,
তার কাছে কে দয়া পাবে ?

কত না তপস্যা করি’,
পূজেছিলাম মহেশ্বরী ;
তারি ফলে, উমা কোলে
দিয়েছেন বিধি।

হায়রে, কেমন কপট দাতা,
দেওয়া কেবল ছুতোনাতা ;
কান্ত বলে, এত কষ্ট !—
মেয়ে ভবে কে আর চাবে ?

ললিত—আড়াঠেকা

নবমী-নিশার শেষ যাম

১

নীরব অবনী, রাণীর উমা কোলে ;
একান্ত বিবশা, ভাসে নয়নজলে ।

কাল হবে যে গৌরীহারা,
কেঁদে কেঁদে হ'ল সারা,
অভাগিনী রাণীর দুখে পাষাণ যায় গ'লে ।

রাণী ক্ষণে চাহে পূর্ব্বাকাশে,
থর থর কাঁপে ত্রাসে,
ক্ষণে চাহে মায়াময়ীর মুখকমলে ।

ক্ষণে চেপে ধরে বুকে,
ক্ষণে চুমে ফুল্ল মুখে,
"জাগো রে দুখিনীর বাছা, জাগো !" ব'লে ।

নয়নে পলক পড়ে,
ক্ষীণ দেহ-লতা নড়ে,
তাহে অশ্রু,—দৃষ্টিবাধা পলে পলে ।

আনন্দময়ী

"কাল উড়ে যাবে প্রাণের পাখী,
ভলে ক'রে দেখে রাখি,"
ব'লে, রাণী কেঁদে লুঠে ধরাতলে।

প্রভাতে উদিলে রবি,
ধুয়ে মুছে যাবে সবই,
সুখ, শান্তি মায়ের সাথে যাবে চ'লে।

বিবশা, লুটায়ে ধরা,
বলে, "জাগ্, মা, দুখ-পাশরা!
'মা' ব'লে ডাক্, সব ফুরাবে প্রভাত হ'লে।

রাত পোহায়, মা, নয়ন মেল,
'মা, মা' বল, সময় গেল;
শুনে রাখি, শুন্‌বো না তো, এ দুখে ম'লে।"

কান্ত বলে, সব শিয়রে,
যে জাগ্রৎ চিরতরে,
সেই মা ঘুমায় মায়ের বুকে, কি লীলার ছলে!

বেহাগ—আড়াঠেকা।

২

আজি নিশা হয়ো না প্রভাত ;
পীড়িত মরমে আর দিও না আঘাত।

একবার বোঝ ব্যথা, একবার রাখ কথা,
নিতান্ত শোকার্ত্ত, কর কৃপাদৃষ্টি-পাত।

পরিশ্রান্ত-কলেবর হে কাল! বিশ্রাম কর,
ক্ষণমাত্র, বেশি নহে, আজিকার রাত ;

আমি তো জানি হে সব, অব্যাহত চক্র তব,
আজিকার মত, গতি মন্দ কর, নাথ!

উজ্জল নক্ষত্ররাজি মলিন হয়ো না আজি,
ধ্রুব হও, দীপ যথা নিষ্কম্প, নিবাত ;

তোমরা পশ্চিমাকাশে, ঢলিলে তো ঊষা আসে,
তোমরা মলিন হ'লে, শিরে বজ্রাঘাত!

চিরনিষ্ঠুরের ছবি, দশমী-প্রভাত-রবি !
তুইও কি উদিত হবি ? বিধির জহ্লাদ !

কান্ত বলে, রাজমহিষি ! পায় না যারে যোগিঋষি,
তিন দিন সে তোমার বুকে, তবু অশ্রুপাত ?

বারোঁয়া—ঠুংরি

৩

জাগ রে দাসদাসি !
জাগ রে প্রতিবাসি !
দেখ রে কাছে আসি'
ফেটে যে গেল বুক।

আয় রে আয় কাছে,
আর কি রাতি আছে !
রাজমহিষী হ'য়ে
দেখে যা কত সুখ !

যাহারে পাব ব'লে
বছরে ঘুম নাই,
যাহারে বুকে পেলে,
নিখিল ভুলে যাই,

আনন্দময়ী

যে চ'লে যাবে ভয়ে,
মরণ আগে চাই!
বিধাতা নেবে তারে,
চাবে না মার মুখ।

সয়েছি কত বার,
নূতন এই নয়,
আমার এ সহা-দুখ,
তথাপি নাহি সয়;

প্রতি শরতে যেন,
ক্ষত নূতন হয়,
মায়ের প্রাণ ল'য়ে,
বিধির এ কৌতুক।

জাগ রে শুক, সারি,
হংসি, শিখি, ধেনু!
মাথায় নে রে তোরা,
মায়ের পদ-রেণু;

বরষ প'ড়ে আছে,

কে মরে, কেবা বাঁচে,

বিদায় নিয়ে রাখ্,

চেপে মনের দুখ।

কান্ত বলে, উমা

উজল রাকা-শশী,

হাসিছে হিমগিরি—

ভবনাকাশে বসি;

চকিতে দশমীতে,

নয়ন পালটিতে,

পূর্ণগ্রাস করে

সে রাহু পঞ্চমুখ!

৪

(জগদম্বার জাগরণ)

(রাণীর উক্তি)

যামিনী হইল ভোর,
বুকের শোণিতে মোর
লোহিত হইবে ঊষাকাশ গো !

আমারি জীবন ল'য়ে,
কৈলাস সজীব হ'য়ে,
তোমা পেয়ে, করিবে উল্লাস গো !

আমারি নয়ন-বারি
পূরিয়া কলসী, ঝারি,
সপল্লব, যাত্রার মঙ্গল গো ;—

দুয়ারে রাখিবে সবে,
আঙ্গিনাতে তুমি যবে,
বাড়াইবে চরণকমল গো।

সচ্ছিদ্র মরম মম
বরণের ডালা সম,
তাই দিয়ে তোমারে বরিবে গো ;

প্রজ্বলিত পঞ্চপ্রাণ,
পঞ্চপ্রদীপ সমান,
যাত্রাকালে দক্ষিণে ধরিবে গো।

আমারই রোদনধ্বনি
শুনিবি, মা, ত্রিনয়নি !
যাত্রার মঙ্গল-বাদ্য রূপে গো ;

তৃষিত নয়ন মোর,
পথের প্রহরী তোর,
সাথে সাথে যাবে চুপে চুপে গো।

উমা, তুই মহামায়া,
অনাদি কালের জায়া,
রাখ্ আজ নিশারে ধরিয়া গো ;

জননীর অনুরোধ ;
কর্ কালচক্ররোধ,
কাঁদে কান্ত, চরণে পড়িয়া গো।

কীর্ত্তনের সুর—কাওয়ালী

দশমীর প্রভাত

(হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণ ভেদে পাঠ্য ও গেয়)

চির-অকরুণ, তরুণ অরুণ
দরশন দিল ধীরে ;
লোহিত, নব রাগ উদিল,
পূর্ব্ব-গগন-তীরে।

হিমগিরি-অধিরাজ-নগর
ভিত্তি উপল-ন্যস্ত ;
গগনে সূর্য্য, ভবনে শম্ভু,—
কম্পিত, অতি ত্রস্ত।

শক্তিহীন, দুর্ব্বল হর,
শক্তি-মাত্র চাহে ;
গৌরী-গত-প্রাণ নগর
মরিছে হৃদয় দাহে।

আনন্দময়ী

রজতাচল, শশিশেখর,
শঙ্কর, শিব, শান্ত ;
কাল-সদৃশ ভাবি, ভীত
গিরি-পুরজন, ভ্রান্ত।

ক্ষণ-ভঙ্গুর-বিষয়-বিমুখ,
পরম-পুরুষ, সিদ্ধ ;
বিজিতেন্দ্রিয়, আশুতোষ,
চির-অকলুষ-বিদ্ধ ;

জ্যোতির্ম্ময়, সেই অনঘ,
সর্ব্বদেব পূজ্য ;
(যেন) উদিল নগরে, চিরনির্দ্দয়,
'অপর দশমী-সূর্য্য !'

নয়ন সলিলে চরণ ধৌত
করিল অচল-রাণী ;
কান্ত বলিছে, হর-পার্ব্বতী
ত্বরিতে মিলাও আনি'।

কীর্ত্তন ভাঙ্গা সুর—জলদ একতালা

শঙ্করের প্রতি মেনকা

তুমি, 'আশুতোষ' নাম যদি রাখ,
শঙ্কর, ভিক্ষা মাগি চরণে,—
প্রাণরূপা, হিমগিরি-ভবনে
রেখে যাও হে, জীবন-ধনে।

'সংহার-কারী' নাম যদি,
ওহে ত্রিপুরান্তক, এ মিনতি,—
শূল ধরি' তব, হানি' এ মরমে,
গৌরীরে ল'য়ে যাও নিজ ভবনে।

'শ্মশানচারী' যদি হে তুমি,
হিমগিরিপুর, করি' শবের ভূমি,
তিষ্ঠ গিরিপুরে, গৌরীরে ল'য়ে সুখে,
এ গিরি-মহিষী শব-আসনে।

'মৃত্যুঞ্জয়' যদি নাম তব,
নিবার মরণভয়, শম্ভু, ভব !
নাম যদি 'হর', কান্তের দুঃখ হর,
শিব, করুণা কর, আর্ত্তজনে ।

রামকেলী—কাওয়ালী

শঙ্করের প্রত্যুত্তর

১

মা, তুমি ভাব্‌ছ মনে,
　　　　"এত কাঁদি, শিব টলে না ;"
চেননি নিজের মেয়ে,
　　　　ওযে কে, তা কেউ বলে না।

তিন দিন বন্ধ ক'রে,
রাখ, মা, নিজের ঘরে,
জগতের কাজ ভেসে যায়,
　　　　আমার কাজের ফল ফলে না।

তোমারে ভালবেসে,
ও হেথা থাকে এসে ;
একাকী শিব কিছু নয়,
　　　　আমায় দিয়ে কাজ চলে না।

ব'লব কি আমার কষ্ট,
বাড়ীঘর সবই নষ্ট,—
শক্তিহীন হ'য়ে, আমার
ঘরে সাঁঝের দীপ জ্বলে না।

কান্ত কয়, তত্ত্ব-কথা
ছড়ান্ শিব যথা তথা;
জননীর স্নেহের কাছে,
ওসব কথায় ডাল গলে না।

পিলু—গড়খেমটা

২

ঐ দুঃখহরণ রাঙ্গাচরণযুগল,
পাই যে মা,—কোটি-কল্প-তপস্যার ফল।

তুমিও যে কন্যা-জ্ঞানে,
মগন উহারি ধ্যানে ;—
আমি, তোমারি সতীর্থ, নহি জামাতা কেবল।

বিশ্ব-সংসারের কাজে,
বিহরে সংসার-মাঝে,
শক্তিহীন বিশ্বচক্র অবশ, বিকল ;

জননি, তোমার ঘরে
স্নেহে গেছে বাঁধা প'ড়ে,
রহিতে কি পারে, এর বেশি এক পল ?

আমি উপলক্ষ মাত্র,
শুধু ওর অনুযাত্র,
আমি ওরে নিয়ে যাই, কে বলে, মা, বল্।

অনুরোধ করা মিছে ;
না বুঝে কাঁদ, মা, নিজে,
যাত্রার সময় গেল, মোছ আঁখি-জল।

কান্ত বলে, অদর্শনে
পূর্ণরূপ আসে মনে,
বিরহে তন্ময়ীধরা হেরে সিদ্ধ-দল !

হাম্বীর—কাওয়ালী

রাণীর অভিমান

(শঙ্করের প্রতি)

অত বুঝিতে না চাই, বুঝে কাজ কি আমার ?
রাখিবে না—নিয়ে যাবে, বুঝিয়াছি সার।

ধ'রেছ কি রুদ্র-বেশ!
পাব না যে কৃপা-লেশ,
বুঝিয়া, বেঁধেছি বুক, দুখ নাহি আর।

মার বুকে থাকে ছেলে,
তারে দূরে ঠেলে ফেলে,
ছেলে নেবে, কাল ছাড়া সাধ্য আছে কার ?

কালের সহজ ধর্ম্ম,
ছিঁড়িয়া পীড়িত মর্ম্ম,
নিয়ে যায়, প'ড়ে থাকে ব্যর্থ হাহাকার!

বিশ্ব-প্রয়োজনে যাবে,
মা কেবল মিছে ভাবে ;
মাতৃ-স্নেহ লুপ্ত হবে, দৃষ্টান্তে উমার।

কান্ত বলে, একি কষ্ট,
হোক্ অন্য কাজ নষ্ট ;
মায়ের স্নেহের জয় হোক্ না, এবার !

ভৈরবী—কাওয়ালী

যুগল-রূপ

মাণিকের চতুর্দ্দোলে,　　যুগল-মাণিক দোলে,
ভুবনমোহন রূপ ধরিয়া ;
শূন্যে দেব দেবীগণ　　করে পুষ্প বরিষণ,
"জয় হর-গৌরী !" ধ্বনি করিয়া ।

সিত-সরোরুহ-পাশে,　　হেম-কমলিনী হাসে,
(আছে) ভকতভ্রমর পদে পড়িয়া ;
রজত-কনকাচল,　　করিতেছে ঝলমল,
মন্দাকিনী-ধারা যায় ঝরিয়া ।

হেরি সে মোহন ছবি,　　স্থির দশমীর রবি,
শূন্যে পাখী যেতে নারে সরিয়া ;
নির্ঝর হইল স্তব্ধ,　　তটিনীর নাহি শব্দ,
স্রোত আর ঢেউ গেল মরিয়া ।

সমীর হইল ধীর, তরু না দোলায় শির,
স্পন্দহীন পশু ভূমে পড়িয়া ;
দিক্‌পাল-বধূগণ, নাগকন্যা অগণন,
আসিয়াছে দিতে দোঁহে বরিয়া।

চেয়ে আছে ত্রিভুবন, ভাব-সিন্ধু-নিমগন,
কে নিয়েছে অন্য জ্ঞান হরিয়া ;
স্পন্দহীন দেহ-প্রাণ রূপসুধা করে পান,
তৃষিত নয়ন-মন ভরিয়া।

ভুলিয়া মরম-দুখ, রাণী হেরে দোঁহা-মুখ,
গলদশ্রু গণ্ডে পড়ে গড়িয়া ;
ও মুরতি-মকরন্দ, পান না করিলে অন্ধ,
কেমনে যাইবে কান্ত তরিয়া ?

কীর্ত্তনের সুর—কাওয়ালী

রাণীর প্রার্থনা

আমি কেমনে পাশরে থাকি ;
তোরা কি দেখালি, উমা, মধুর মুরতি,
ফিরিতে না চাহে আঁখি !

নিখিল ভুবন মুগ্ধ হইয়া,
চরণে বিকাতে চায় ;
পায়ে ধরি, উমা, সঙ্গে করিয়া,
নিয়ে যা অভাগী মায় ।

তুই চ'লে গেলে, এ ভবনে আর
কারে দেখে প্রাণ রবে ?
কাঁদিয়া কাঁদিয়া মরিবার তরে,
কেন ফেলে যাবি তবে ?

গিরিরাজ-পায় লইয়া বিদায়,
এখনি আসিব আমি ;
অনুমতি কর, বিপুল নগর
হবে তোর অনুগামী ।

আনন্দময়ী

বেশি দিন আর, নাই, মা, আমার,
তোমা ছাড়া হ'তে নারি ;
কাঁদিয়া কাঁদিয়া, আয়ু শেষ হ'ল,
আর না কাঁদিতে পারি।

কৈলাসের সেই আনন্দ-বাজারে,
সাথে নে, মা, দুখিনীরে ;
ও মুখ দেখিব, 'মা' ডাক শুনিব,
আসিতে চাব না ফিরে।

কামনা-সাগর-তীরে ব'সে শুধু
কাঁদে, আর বেলা নাই ;—
অনুমতি দে, মা, কান্ত অধমে
সাথে ক'রে নিয়ে যাই।

———

কীর্ত্তন ভাঙ্গা সুর—জলদ একতালা

যাত্রা

সবে সাজাইল আঙ্গিনায়,
ঋষি-নির্ব্বাচিত যাত্রার মঙ্গল,
শুক্ল ধান্য, আর নব দুর্ব্বাদল,
দীপ সুশোভন, রজত, কাঞ্চন,
পুষ্প, দধি, মধু তায়।

গঙ্গোদকপূর্ণ হেম-কুম্ভ শত,
পল্লবে, চন্দনে, সাজিয়াছে কত,
দিব্য স্ত্রী, ব্রাহ্মণ ; কেতু অগণন
উড়িছে দক্ষিণা বায়।

দ্বারেব বাহিরে শত ধেনু, বৎস,
সিন্দূর-প্রলিপ্ত নানাজাতি মৎস্য,
বৃষ, অশ্ব, করী, রাখে শ্রেণী করি,
তারাও নিস্পন্দ-প্রায়।

আনন্দময়ী

বন্দী, চারণেরা রাজার ইঙ্গিতে,
কাঁদাইল সবে, বিদায়-সঙ্গীতে,
কি করুণ বাদ্য ঘোষিল নগরে—
"জননী কৈলাসে যায়!"

জগদ্ধাত্রী, যিনি পালেন অবনী,
রাণী দেন তাঁর বদনে নবনী,
নয়নে কজ্জল, ললাটে সিন্দূর,
যাবক, রাতুল পায়।

"ভবের পথে হবে জীবের মঙ্গল,"
ব'লে, যে মা দেন পথের সম্বল,
তাঁরি পথের সম্বল রাণী দিলেন বেঁধে,
মায়ের লীলা বোঝা দায়।

করেন আশীর্ব্বাদ, নয়নের জলে,
"চিরজীবী হোক্ মৃত্যুঞ্জয়," ব'লে,
বাম-পদধূলি, দেন মাথে তুলি',
কান্ত সাথে যেতে চায়।

আলেয়া—একতালা

যাত্রা

জগত-কুশল-রূপ, রজত-সচল-স্তূপ,
আগে যান স্বয়ম্ভূ শঙ্কর ;
পশ্চাতে নন্দীর কোলে, উমার গণেশ দোলে,
দেবশিশু পরম সুন্দর।

কেশরি-উপরে বসি', মাঝে যান উমাশশী,
রূপে ঝল মল পথ-ঘাট ;
ভেঙ্গে গিরিপুর হ'তে লাগি' লাগি' পথে পথে,
কৈলাসে চলিল চাঁদের হাট।

হেরি' মনে হয় হেন, মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ড যেন,
অকস্মাৎ শূন্যে মিলাইল ;
হিমালয়-জনপদ, শৃঙ্গ-উৎস-নদী-নদ,
আচম্বিতে তিমিরে ডুবিল।

শারদ-পূর্ণিমা-নিশা ;— লক্ষ চকোরের তৃষা
মিটায়ে, হাসিতেছিল রাকা ;
জলদ ভীষণকায ধাইল রাহুর প্রায়,
ফুল্ল শশী প'ড়ে গেল ঢাকা।

বিশাল শাল্মলী বৃক্ষ, আলো করি' অন্তরীক্ষ,
লক্ষ লক্ষ সুরঞ্জিত ফুলে,—
যেন রে দাঁড়ায়ে ছিল, সে শোভা কে হ'রে নিল,
মুহূর্ত্তে সমস্ত ফুল তুলে'।

স্বর্গের সুষমা-সদ্ম, কোটি কোটি ফুল্ল পদ্ম
ফুটেছিল সরোবব জলে ;
অকস্মাৎ প্রভঞ্জন ক'রে নিল উৎপাটন,
ছিন্ন বৃন্ত প'ড়ে র'ল তলে।

হিমালয় শূন্যপ্রাণ, উৎসব-আনন্দ-গান
অকস্মাৎ কে লইল কেড়ে ?
কান্ত বলে, পুরী স্তব্ধ, নাহি স্পন্দ, নাহি শব্দ,
রাজলক্ষ্মী গেল রাজ্য ছেড়ে।

কীর্ত্তন ভাঙ্গা সুর—কাওয়ালী

রাণীর খেদ

(দশমী)

(উমা) ছেড়ে গেছে অভাগিনী মায় ;
(আমার) রোদনের অতীত দুখ, কে বুঝিবে হায়!

(কত) কেঁদেছি চরণে ধ'রে, নিল না তো সঙ্গে ক'রে ;
উমাহীন ভবনে কি ফিরে আসা যায় ?

বুঝি গো স'বে না বুকে, মরিব উমার দুখে,
অথবা হইয়া র'ব পাগলিনী-প্রায় !

নবমী-নিশীথ হ'তে ভেসেছিল অশ্রুস্রোতে,
(আজ) গলা ধ'রে কেঁদে, উমা লইল বিদায়।

সজল-বিষণ্ণ-মুখে, বলে, "মা গো, তোর দুখে
বড় ব্যথা পাই মর্ম্মে, বড় কান্না পায় ;

(তুই) বেঁধেছিস্ কি মায়াডোরে, ভুলিতে না পারি তোরে,
(তবু) না গেলে নয়, তাই যেতে হয়, প্রাণ কি যেতে চায় ?

(আমি) আবার আস্‌বো, কাঁদিস্ নে মা, আশায় এ
বুক বাঁধিস্ রে মা !”
ব'লে, উমা নিজ আঁচলে, মোর নয়ন মুছায়।

কি স্নিগ্ধ-করুণা-মাখা মুখ নিষ্কলঙ্ক রাকা,
এখনো নয়ন-আগে ভাসিয়া বেড়ায়।

মানস চক্ষে পাই দেখিতে, তাতে তৃপ্তি হয় না চিতে,
(আমি) নয়ন, শ্রুতি, পরশ দিয়ে, পেতে চাই উমায়।

আকুল হ'য়ে কান্ত ভাবে, কেমন ক'রে বরষ যাবে ?
রাণী আর কি শরৎ পাবে, উমার ভরসায় ?

বারোয়াঁ—ঠুংরি

রাণীর খেদ

(দশমী)

যদি কেঁদে কেঁদে এমন হয়, তারা,
আমি নয়ন-তারা-হারা হ'য়ে,
হারাই যদি নয়ন-তারা ;—

(এ তিন) দিনের দেখাও ফুরিয়ে যাবে,
অন্ধ মা তোর, হাত বাড়াবে,
তখন, যেথা থাকিস্ আসিস্ কোলে,
(নইলে) ছুট্‌বে বুকে রক্তধারা।

(আমি) তোর বিরহের দুখ্-পাথারে,
ম'লাম ডুবে দেখ্‌লি না রে !
কান্ত বলে, প্রবোধ মিছে,
কই পাথারের কূল-কিনারা ?

সিন্ধু খাম্বাজ—মধ্যমান

রাণীর খেদ

(একাদশীব প্রভাত)

কাল,　　এখনো আমারি কোলে ছিল,
　　　'মা' ব'লে, কেঁদে, কি ব'লেছিল।

আমার,　　আকুল রোদন, গভীর বেদন
　　　দেখে দয়াময়ী গ'লেছিল।

উমা,　　কাঁদিয়া বিবশা 'মা' ব'লে গো,
　　　অশ্রু মিশিল কাজলে গো,
আমি,　　মুছেছি দুকূল-আঁচলে গো।
আর,　　বুঝি বাঁচিব না, শরত পাব না,
　　　ভেবে মা আমার ট'লেছিল।

আমার,　　মায়ের গায়ের গন্ধ গো,
এই,　　আঁচলে রয়েছে বন্ধ গো,

যেন, মন্দার-মকরন্দ গো ;
ঐ, হলুদ-কাজল-লিপ্ত আঁচল,
(উড়ে) মার সাথে চ'লেছিল।

আমার, বরষের স্মৃতি, দুখহরা,
চীর-খণ্ড ওই প'ড়ে ধরা,
হর-গৌরী-পদ-রেণু-ভরা ;—
কান্ত বলে, ঐ কনকের পীঠ
যুগলের পদ-তলে ছিল !

মিশ্র খাম্বাজ—একতালা

রাণীর খেদ

(একাদশীর সন্ধ্যা)

(ঐ) মা-হারা হরিণ-শিশু চেয়ে আছে পথপানে,
অশ্রু ঝরিছে শুধু, কাতর দু'নয়ানে।

(ঐ) হংস-সারস-কুল, মলিন মুখে,
বুঝাইতে নারে কি যে বেদনা বুকে,
কি সোহাগে খেতে দিত, অন্ন নয়, সে অমৃত,
সে মা কোথা চ'লে গেছে, বড় ব্যথা দিয়ে প্রাণে।

(ঐ) শুক, শ্যামা এ ক'দিন "মা," "মা," ব'লে,
প'ড়েছে উমার বুকে, সোহাগে গ'লে ;
চ'লে গেছে নয়ন-তারা, আহার ছেড়েচে তারা,
(যেন) জিজ্ঞাসে নীরব ভাষে, "মা গিয়েছে কোন্ খানে ?"

নয়নের মণি, সে যে সকলের প্রাণ,
চ'লে গেছে, প'ড়ে আছে নীরব শ্মশান ;—
কেমনে পাইব আর, মা আমার, মা আমার !
কান্ত বলে, প্রাণ দে মা, পুনঃ দরশন-দানে।

মিশ্র খাম্বাজ—কাওয়ালী

কবিবরের গ্রন্থাবলী

অভয়া	...	...	...	১৶০
আনন্দময়ী	...	...	...	১৲
বিশ্রাম	...	...	...	১৲
অমৃত	...	...	...	।৶০
ঐ (বাঁধাই)	...	...	...	॥৶০
সদ্ভাব-কুসুম	...	...	...	।৶০
ঐ (বাঁধাই)	...	...	...	॥৶০
শেষ দান (কবির অপ্রকাশিতপূর্ব্ব রচনার সঙ্কলন)	...	...	...	১।০

গ্রন্থকার প্রণীত পুস্তকাবলী

বাণী ... ... ১।০

কল্যাণী ... ... ১।০

আনন্দময়ী ... ... ॥০

অভয়া ... ... ॥/০

শেষ দান ... ... ॥৵০

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা